সংবাদ

তারিখ 23 JAN 2008
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

কারামুক্ত শিক্ষকরা বললেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ম্লান হতে দেইনি, দেব না

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

কারামুক্ত শিক্ষকরা বলেছেন, 'শত হুমকি, ধমক, নির্যাতন ও প্রলোভনের মুখেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে ম্লান হতে দেইনি, দেব না।' গতকাল কারামুক্তির পর তারা একথা বলেন। একই সময় আগস্টের ঘটনায় সারাদেশে দায়ের হওয়া সব মামলা প্রত্যাহার করে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন কারামুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শিক্ষক। গতকাল মঙ্গলবার মুক্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তারা এ দাবি জানান। সন্ধ্যা ৬টার দিকে কারামুক্ত শিক্ষকরা শহীদ মিনারে আসেন। এ সময় উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষকরা তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। শিক্ষকরা ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে এখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে কারামুক্ত ৪ শিক্ষক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ, অধ্যাপক সদরুল আমিন ও অধ্যাপক নীম চন্দ্র ভৌমিক বক্তব্য রাখেন। শহীদ মিনারে এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল।

সমাবেশে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষকরা : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৬

শিক্ষকরা : বললেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আগস্টের ঘটনায় শিক্ষকরা কোন অপরাধ করেননি। তারা বিপন্ন ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এটাই প্রকৃত শিক্ষকের দায়িত্ব হওয়া উচিত। তিনি বলেন, শহীদ মিনারে এসেছি ছাত্র-শিক্ষকদের নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে। শিক্ষকরা অতীতে অন্যায়-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, ভবিষ্যতেও বলে যাবেন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঐতিহ্য কেউ কখনও রুদ্ধ করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, কারাগারে থাকাকালে আমাদের সহধর্মিণী ও সন্তানরা সাহস যুগিয়েছেন। ছাত্র-শিক্ষকরা আন্দোলন করেছেন। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ বলেন, শিক্ষকরা সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল, আজও রয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন সময় সংলাপে শিক্ষদের বলা হয়েছে, ক্ষমা চাইলে আপনারা মুক্তি পাবেন। কিন্তু আমরা তা করিনি। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য কলুষিত হতে দেইনি। জীবন থাকতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ম্লান হতে দেব না। যতই নির্যাতন আসুক না কেন শিক্ষকরা নৈতিকভাবে অটল থাকবে। তিনি বলেন, এখনও কেউ কেউ কারাগারে রয়েছেন। এটা ঠিক নয়। তিনি বলেন, আগস্টের ঘটনায় দেশব্যাপী যত মামলা হয়েছিল সব মামলা প্রত্যাহার করে সবাইকে মুক্তি দিতে হবে।

অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেন, ছাত্রছাত্রীদের প্রধান কাজ লেখাপড়া করা। এরপরও তারা ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করেছে। এটা সবার জন্য অনুকরণীয়। আমি আগেও বলেছিলাম, ছাত্র-শিক্ষকরা হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। আমাদের মুক্তির মধ্য দিয়ে আবারও তা প্রমাণ হয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য সবার ঐতিহ্য। এটা রক্ষা করার দায়িত্ব সবার। তাই আমাদের একত্রিত থাকতে হবে। নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে না। তিনি বলেন, আমরা কারও প্রতিপক্ষ নই। এটা খেয়াল রাখতে হবে।

অধ্যাপক নীম চন্দ্র ভৌমিক বলেন, আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি। তাই আগস্টের ঘটনায় আমরা শান্তি চেয়েছিলাম। শিক্ষকরা প্রতিবাদ করেছিলেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা অতীতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। তিনি শিক্ষকদের মুক্তির প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সমাবেশে অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ, অধ্যাপক অহিদুজ্জামান চান, অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর, জিনাত হুদাসহ কারামুক্ত পরিবারের সদস্য ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।